R. N. No. 2532/57 Phone : 66228 (Press), 67228 (Resi.)/STD 03483 Regd. No.—WB/MSD- 4

আলমারী, চেয়ার এবং
যাবতীয় ষ্টীল সরঞ্জাম বিক্রেতা
বি কে
ষ্টিল ফার্ণিচার
অনুমোদিত বিক্রেতা ষ্টিলকো
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং— ১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাংক
অনুমোদিত)
ফোন ঃ ৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৮৭শ বর্ষ
৭ম সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১৩ই আষাঢ়, বুধবার, ১৪০৭ সাল।
২৮শে জুন, ২০০০ সাল ।
নগদ মূল্য : ১ টাকা
বার্ষিক ৪০ টাকা

দুই কংগ্রেসীর সমর্থন নিয়ে ১৩-৬ ভোটে আবার পুরপতি মৃগাঙ্ক

উপ-পুরপতি ফঃ ব্লকের মনীষা

বিশেষ সংবাদদাতা ঃ সব হিসেব-নিকেশ ও গুজবের অবসান ঘটিয়ে বিরোধী কংগ্রেসীর হেঁসেল ভেঙ্গে জঙ্গিপুর পুরসভায় আগামী পাঁচ বছরের আসন পোক্ত করে নিলেন চৌকশ রাজনৈতিক খেলোয়াড় সি পি এমের মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য। জঙ্গিপুরের কংগ্রেস বিধায়ক হবিবুর রহমান ছাড়াও জেলার প্রায় পুরবোর্ডে ছড়ি ঘোরানো বড়দা সাংসদ অধীর চৌধুরীর লাগাম ছিঁড়ে গত ২৭ জুন জঙ্গিপুরের পুরবোর্ড গঠনে দুই কং কমিশনারের সমর্থন আদায় করে ছাড়লেন সি পি এমের জঙ্গিপুর জোনাল কমিটির সম্পাদক ধুরন্ধর মৃগাঙ্ক ওরফে ভোদন। বোর্ড গঠনের পর যার ব্যাখ্যা দিতে ব্যর্থ হলেন বিধায়ক হবিবুর রহমান বা দায়িত্বপ্রাপ্ত রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লক সভাপতি অরুণ সরকার। (শেষ পৃষ্ঠায়)

বীরেন্দ্রনগর আবার উত্তপ্ত, পুরানো বিবাদের জেরে বিজেপির একজন খুন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত কয়েক বছর ধরে রাস্তা ও জমিতে চাষের দখল নিয়ে রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের বীরেন্দ্রনগর-ফ্রেজারনগর এলাকায় সংঘর্ষ লেগেই থাকছে। গত ২১ জুন ঐ একই কারণে লালগোলা থেকে বাড়ী ফেরার পথে খুন হলেন বিজেপির মনোরঞ্জন মন্ডল। বিজেপির অভিযোগ সিপিএম কর্মীরাই মনোরঞ্জনকে খুন করেছে। ঐ দিন বিকেলে মনোরঞ্জনকে লক্ষ্মীজোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের পাশে স্লুইস গেটের পুলের উপর ১৫/২০ জন দুষ্কৃতি হাসুয়ার কোপে ক্ষতবিক্ষত করে। তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে আসার পথে সম্মতিনগরে তিনি মারা যান। বীরেন্দ্রনগর-ফ্রেজারনগরে রাস্তা, জমি দখল নিয়ে দলাদলি, চাষ নিয়ে গন্ডগোলের জেরে এর মধ্যেই জনা চারেক ওখানে খুন হয়েছে। বিজেপির পক্ষে ২২ জুন মনোরঞ্জনের মরদেহ নিয়ে জঙ্গিপুর ও রঘুনাথগঞ্জে এক শোক মিছিল বার হয়। ১১ জনের নামে থানায় একটি (শেষ পৃষ্ঠায়)

স্থানীয় ক্লাবের কর্মকর্তাদের নিয়ে সভা করলেন ওসি

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ২৫ জুন সকালে স্থানীয় থানায় রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরের সমস্ত ক্লাবের কর্মকর্তাদের এক সভা ডাকেন ওসি ধ্রুবজ্যোতি ব্যানার্জী। শহরে আইনশৃঙ্খলা ফেরাতে ওসি শ্রীব্যানার্জী যে কর্মতৎপরতা দেখাচ্ছেন তাতে যুবকদের সহযোগিতা পেতেই এই সভার আয়োজন। আইনশৃঙ্খলার অবনতির পরিবেশ রঘুনাথগঞ্জে কিছুটা পরিবর্তন হলেও জঙ্গিপুরে এখনও কিছু সমস্যা রয়ে গেছে বলে জানা যায়। ধ্রুববাবুর এই কর্ম-তৎপরতাকে সাধুবাদ জানালেও সমাজবিরোধী দমনে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের কতটা উর্দ্ধে ধ্রুববাবু উঠতে পারবেন, বিতর্কের সৃষ্টি মূলতঃ তা নিয়েই। সমস্যা কিছু থাকলেও শ্রীব্যানার্জী ক্লাব-সংগঠনের কর্ণধারদের কাছে অবক্ষয়িত সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনের জন্য সবাইকে এগিয়ে আসতে বলেন। একা পুলিশ যে ঘুণধরা বর্তমান সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন করতে পারবে তা নয়, অসামাজিক কার্যকলাপ সমষ্টিগতভাবে প্রতিরোধ করতে ধ্রুববাবু যুবকদের বিভিন্ন দায়িত্ব কিভাবে পালন করতে হবে সে ব্যাপারেও সবিস্তার আলোচনা করেন।

৭১ দিন পর নয়া তালাসীর সম্পাদক অন্তর্বর্তীকালীন জামিন পেলেন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ২৩ জুন জঙ্গিপুর এর এ্যাডিশন্যাল সেসন জজ নির্মিতা থেকে প্রকাশিত নয়া তালাসী পত্রিকার সম্পাদক আশিক হোসেনকে ৭১ দিন হাজত-বাসের পর অন্তর্বর্তীকালীন জামিন দেন। জানা যায় গত ১৪ এপ্রিল জঙ্গিপুরের সি আই জহরকুমার রায় সামসেরগঞ্জ থানাকে গোপন রেখে আশিককে তাঁর কামালপুরের বাড়ী থেকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসেন। আরো জানা যায় আশিক হোসেনকে ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হলেও পরবর্তীতে মেডিক্যাল টেষ্টে ধর্ষণের কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। মামলার পরবর্তী দিন ধার্য্য হয় ২০/৭/২০০০।

অবশেষে প্রাথমিক শিক্ষা সংসদে নির্বাচন হচ্ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ অনেক চিন্তাভাবনা টাল-বাহানার পর মুর্শিদাবাদ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কাউন্সিলে এই প্রথম নির্বাচন হতে চলেছে। প্রকাশ, আগামী ৩০ জুলাই এই নির্বাচন হবে। এর আগে সিলেকশনের মাধ্যমে শিক্ষা কাউন্সিলের চেয়ারম্যান এবং অন্যান্য মেম্বারদের মনোনীত করা হতো। এর ফলে বিরোধী পার্টির কোন ভূমিকা ছিল না বললেই চলে। গণতন্ত্রের (শেষ পৃষ্ঠায়)

ধর্ষণকারীর সাজা হলো না জেল খাটছে ধর্ষিতার স্বামী

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জঙ্গিপুর পুরসভার ধনপতনপর গ্রামে গত ২৫ মার্চ রাতে জগন্নাথ মন্ডলের স্ত্রী লতিকাকে ঐ গ্রামের চীনেশ মন্ডল ধর্ষণ করে। জানা যায় ঘটনার দিন রাতে চীনেশ লতিকার স্বামী জগন্নাথকে আকন্ঠ মদ খাইয়ে তার শয়নকক্ষে ঢুকে জগন্নাথের ঘুমন্ত স্ত্রী (শেষ পৃষ্ঠায়)

বাজারে হরেক ভালো চায়ের নামও পাওয়া যায়,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, দুই কথা বাক্য পরিষ্কার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার॥
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৩ই আষাঢ় বুধবার, ১৪০৭ সাল।

॥ জাল নোটের শিকার ॥

কিছুদিন পূর্বে ৫০০ টাকার জাল নোট রাজ্যে শুধু নয়, দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রচুর পরিমাণে উদ্ধার করা হয়। পশ্চিমবঙ্গের শিলিগুড়িতে ইহার রমরমা কারবার চলিতেছিল। ৫০০ টাকার জাল নোট লইয়া মানুষ যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হন, সেই কারণে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এর তরফ হইতে জাল নোট ও আসল নোট—এই দুয়ের পার্থক্য দূরদর্শনের মাধ্যমে দেখান হইয়াছিল। সম্প্রতি ১০০ টাকার জাল নোট ছাপানর কারখানা ধুলিয়ানে ধরা পড়িয়াছে। জেলা এস পি এক মাস পূর্বে এক অভিযান পরিচালনা করিয়া নোট ছাপানর মেসিন ও অন্যান্য সরঞ্জাম আটক করেন। এক ফার্ণিচারের দোকান সম্মুখভাগে সাজান থাকে; পিছনে থাকে জাল নোটের কারখানা। পুলিশ নকল নোট প্রস্তুতকারক হিসাবে আসরাফুল সেখ এবং জামাল সেখ নামের দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়াছে বলিয়া জানা গেল।

উপরিলিখিত ঘটনার প্রায় কুড়ি দিন পর মহেন্দ্রপুর গ্রামের জনৈক কুদ্দুস সেখ ৯টি ১০০ টাকার জাল নোটসহ ছাবঘাটীতে ধরা পড়ে। একটি সাবান কিনিয়া দোকানদারকে কুদ্দুস ১০০ টাকার নোট দিলে দোকানদারের মনে সন্দেহ জাগে। পরক্ষণে তাঁহার বুদ্ধিমত্তাতেই কুদ্দুস ধরা পড়ে।

মুর্শিদাবাদ জেলা পুলিশ সুপার জাল নোট সম্বন্ধে সাংবাদিকদিগকে বলিয়াছেন যে, এই জেলার বিভিন্ন স্থানে ঘাঁটি বানাইয়া সারা জেলার তথা রাজ্যের অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে ভাঙিয়া দিবার জন্য পাক আই এস আই চক্র সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছে। এই চক্র একটি বিশেষ সুবিধা পাইতেছে। তাহা হইতেছে, পাশেই প্রতিবেশী রাষ্ট্র, যাহার মধ্য দিয়া অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ; নানা বিস্ফোরক ইত্যাদি নির্বিবাদে পশ্চিমবঙ্গে আসিতেছে এবং নানাভাবে দেশে আঘাত হানা হইতেছে। আবার জঙ্গী ও সাধারণ মানুষের (ভিন্ন সম্প্রদায়ের) অনুপ্রবেশ যথারীতি চলিতেছে এবং ভারতের সর্বত্র জঙ্গীরা ছড়াইয়া পড়িয়া গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে বিস্ফোরণ ঘটাইবার প্রয়াস চালাইতেছে।

জাল নোটের কারবার চালাইয়া আই এস আই চক্র দেশের অর্থনীতির ক্ষেত্রে আঘাত দিতে তৎপর হইয়াছে, যাহাতে আখেরে ভারত সরকারের উপর চাপ পড়ে, সেইজন্য এই অপপ্রয়াস। নকল নোট ছাপাইবার ব্যাপারে যাহারা অপরাধী, তাহাদের কঠিনতম শাস্তি বিশেষভাবে কাম্য। তাহাতে আর কেহ এই পথে আর অগ্রসর হইতে পারিবে না। কিন্তু প্রকৃত বিপন্ন হইতেছেন দেশের নিম্ন মধ্যবিত্ত ও সাধারণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ, যাঁহারা নোটের আসল ও নকল রূপের পার্থক্য মুহূর্ত মধ্যে বুঝিতে পারিবেন না। পরন্তু এই জাল নোট লইয়া তাঁহাদের কষ্ট ও হয়রানির একশেষ হইবে।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

আইন মানাতে গিয়ে পুলিশ সমস্যায় জর্জরিত প্রসঙ্গে

আপনার পত্রিকায় প্রকাশিত (২১/৬/২০০০) "রঘুনাথগঞ্জে কোন আইনশৃঙ্খলা ছিন না, হঠাৎ করে আইন মানাতে গিয়ে পুলিশ সমালোচনায় জর্জরিত" সংবাদটি নবাগত ওসি ধ্রুব ব্যানার্জীর শহরে ভেঙ্গে পড়া আইনশৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার ইতিবাচক আন্তরিক প্রচেষ্টার ইঙ্গিতবাহক। একদা শান্তিপ্রিয় নিরুপদ্রব শহর বলে পরিচিত রঘুনাথগঞ্জ শহর সাম্প্রতিককালে নানারকম সমাজবিরোধী কার্যকলাপের কেন্দ্রস্থলে রূপ নিয়েছে। প্রশাসনিক দুর্বলতা ও গণতন্ত্রের প্রহরী—রাজনৈতিক দলগুলির নিষ্পৃহ ভূমিকা আইন শৃঙ্খলার বেহাল অবস্থা সৃষ্টির সহায়ক হয়ে ওঠে। নবাগত ওসি শহরের আইন শৃঙ্খলার বেহাল অবস্থা দূর করতে ও স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে যে বহুলাংশে সফল হয়েছেন এবং সচেষ্ট আছেন, সেজন্য তাঁর ভূমিকা প্রশংসার দাবী রাখে। শহরবাসীর উচিত তাঁর পক্ষে জনমত গড়ে তুলে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে তাঁকে সাহায্য করা।

কাশীনাথ ভকত
২৩/৬/২০০০ রঘুনাথগঞ্জ

বজ্রাঘাতে দু'জনের মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ১৮ জুন বিকালে সাগরদীঘি ব্লকের বালিয়ায় বিশ্বজিৎ দাস (১৪) নামে এক কিশোর বাড়ীতে বজ্রাঘাতে মারা যায়। এর কিছুদিন পূর্বে ঐ ব্লকেরই মনিগ্রামে জনৈক মুস্তাজ সেখের বাড়ীতে সন্ধ্যার সময় বাজ পড়ায় বাড়ীর সকলেই অল্পবিস্তর আহত হয়। গত ২২ জুন মনিগ্রামেরই শিবতলাপাড়ায় দুপুরে বাজ পড়ে মঞ্জু কালিদহ (৪৫) গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এছাড়া গত ২৩ জুন বিকালে রঘুনাথগঞ্জের গোপালনগরে খেলার মাঠে বজ্রাঘাতে সেজাবুল সেখ (২৩) মারা যায়। সেজাবুল-এর সঙ্গে খেলতে থাকা অপর তিনজন সঙ্গী আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

॥ বক্তৃতা ॥

হরিলাল দাস

আপনিও একবার মুখ খুলতে পেলে একখানা বক্তৃতা দিয়েই ছাড়বেন। অথচ আপনিও বলেন—আজকাল বক্তিতা আর কেউ শোনে না। সবটা ভেবে দেখেছেন কি?

আজকাল শোনে না; তবে কোন্ কালে শুনত? সক্রাতিসের বক্তৃতা সবাই শুনত, কিম্বা বার্নাড শ'র বা গান্ধি-সুভাষের? হ্যাঁ, কিছু লোক শুনত—আর খুব অল্প লোক মানত বা পালন করত।

কিন্তু শুরু থেকেই বক্তৃতা লোকশিক্ষার মাধ্যম, বরং বলা ঠিক যে, বক্তৃতার মাধ্যমেই লোকশিক্ষা শুরু। এই মাধ্যম বক্তার শ্রমনিষ্ঠ অনুশীলন সাপেক্ষ। বক্তব্য বিষয়টি তথ্যপূর্ণ জ্ঞানে, স্থান-কাল-পাত্র বিচার করে তার সুন্দর প্রকাশে-প্রয়োগে, গভীর চর্চায় সমৃদ্ধ হতে হবে।

গ্রীস দেশে oratory অনুশীলন করতে হত, rhetoric অভ্যাস করতেন বক্তারা; সুবক্তারা ছিলেন রাষ্ট্রের গৌরব। ভারতবর্ষ, মানে ভরত রাজার উত্তরপুরুষের দেশ তখন রামায়ণ-মহাভারতের যুগ ছাড়াচ্ছে। আর গ্রীস হোমারের।

বক্তৃতার ইতিহাস নিয়ে শুরু হয়ে গেল বক্তৃতা। ভাল্লাগে না? বোতলে চুমুক দিয়ে কোকা নাচানাচি নয়, আখ চিবিয়ে রসাস্বাদনের জন্যে দাঁত ও মগজের জোর থাকা দরকার। প্রবন্ধ রচনা শক্ত শিল্প।

তবে হ্যাঁ। বক্তৃতা এখন জোলো হয়ে গেছে। কিছু দিন আগে আমাদের মধ্যে একটা কথা চালু ছিল, কোনও সভায় সেই বক্তাকেই বলতে দেওয়া হবে, যিনি কজন শ্রোতা সঙ্গে নিয়ে আনতে পারবেন।

বক্তৃতার বাজার মন্দা হবার কারণ কী? চাহিদা-যোগানের অর্থনৈতিক সূত্র। শোনার চাহিদা কম, বলার যোগান বন্যার মত প্রবল। এখনকার রাজনীতি আবার বক্তৃতা-নির্ভর। আবার মানে গোড়াতে তা-ই ছিল। আমরা আর কিছু দিতে না পারলেও বক্তৃতা দিতে পারি। তবে তাতে মন ভরে কৈ; পেট তো নয়ই।

বর্তমান সমাজ বড়ই আত্মসুখপরায়ণ। সে সুখের বিজ্ঞাপনী প্লাবনে আমরা ভাসছি। পায়ের তলার মাটির সন্ধান করছি কতটুকু? এই ভোগবাদ কখনও সুখের হতে পারে না—কখনও হয়নি; ইতিহাস তার সাক্ষ্য। এই তত্ত্বটি সবাইকে বোঝাবার জন্য সুবক্তার বক্তৃতা একান্ত প্রয়োজন।

কিন্তু, কোথায় পাব তারে? উদ্‌বক্তা, কেবল উদ্বক্তাদের ছেঁদো কথা শব্দদূষণ পূর্ণ। কী ভাবছেন? উদ্বক্তা বলছি কেন? তার আগে ভাবুন, আপনি নিজে কী? আপনি চটে গেলে চিঠি লিখুন।

কঃ পন্থাঃ

রচনা ঃ *দাদাঠাকুর*

চারিদিকে স্বরাজের কথা শুনিতেছি, ছোট ছোট ছেলে মেয়ে স্বাধীনতার বুলি কপচাইতেছে—শুনিতেছি দেশ আগাইয়া যাইতেছে। কিন্তু ঘরের দিকে তাকাইতে গেলে যে মুখ শুকাইয়া যায়, মন দমিয়া যায়, চোখে আঁধার দেখিতে হয়। কী জীবন যাপন করিতেছি! কী হইতে চলিয়াছি। সত্য নাই, আচার নাই, ধর্ম নাই, সংযম নাই, উৎসাহ নাই, আনন্দ নাই। আছে শুধু অর্থের জন্য যে কোনও পাপকার্য করিতে কুন্ঠিত না হওয়া। নিজেরা ত মরিয়াছিই—উদ্ধারের আর আশা নাই কিন্তু যাহাদের জন্য "হা অর্থ হা অর্থ" করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছি সেই সন্তান-সন্ততিগুলির কথাই কি ভাবি? পিতার কোন্ দায়িত্ব পালন করিতেছি—আমরা পিতা "কেবলং জন্মহেতবঃ।" পুত্র কন্যাকে স্কুলে দিয়া ভাবিতেছি—মাসে মাসে বেতন দিই আবার কর্তব্য কি? ছেলের শরীরে বল আছে কি না, মনে সংযম আছে কি না, চরিত্রে ও চিন্তায় পবিত্রতা আছে কি না এবং না থাকিলে তাহা প্রতিবিধানের উপায় কি তাহা আমরা কে কবে ভাবিয়া দেখি? ছেলের চোখে মুখে অবয়বে ব্রহ্মচর্যহীনতা দেখিয়াও লজ্জায় কিছু বলি না। মৃত্যুর আর বাকি কি? আনন্দে আত্মহারা হইয়া ভাবিতেছি স্কুল কলেজ গড়িয়া উঠিয়াছে, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন পাইয়াছি, দুদিন পরে দেশের ব্যবস্থাপক সভা মুঠির মধ্যে আসিবে—দেশের দুর্দিন ঘুচিয়া যাইবে, আবার সুদিন আসিবে। কিন্তু এ যেন বৃথা স্বপ্ন! দেশে সুদিন আনিতে হইলে "ভোল" ফিরাইতে হইবে, "মোড়" ঘুরাইতে হইবে। আবার সহজ সরল জীবনকে আদর্শ করিতে হইবে, চরিত্র ও জ্ঞানকে সম্মান করিতে হইবে, পুত্র কন্যাকে স্বাস্থ্যসম্পন্ন ও নৈতিক চরিত্রে পবিত্র করিতে হইবে; আর হইবে দুর্দমনীয় বিলাসলালসা ও অর্থাকাঙ্ক্ষা বিসর্জন করিতে। ধনৈশ্বর্যদীপ্ত পাশ্চাত্যের দিকে তাকাইয়া লাভ নাই। সেখানে আরাম আছে—আনন্দ নাই, ইন্দ্রিয়সুখ আছে—প্রাণে শান্তি নাই, আত্মসুখ সাধন আছে - বিশ্বজনীন করুণা ও প্রীতি নাই। আজ ভাবিবার দিন আসিয়াছে—কেন গ্রামে গ্রামে আনন্দ কোলাহল থামিয়া গিয়াছে, পরিবারের বন্ধন শিথিল হইয়াছে। সাহস সম্পদ কিছুই নাই। ইহার একমাত্র কারণ আজ আমরা আমাদের স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া ফেলিয়াছি— আগে দশজন না হইলে কোন জিনিস ভোগ করিতাম না আর আজ দশজনকে বঞ্চিত করিয়া নিজের ভোগকেই সবচেয়ে বড় বলিয়া ভাবিতেছি। আগে যাঁহারা সমাজের সহস্র জনের আশ্রয় হইতেন, সহস্র লোকের উপকার করিতেন, দোলদুর্গোৎসবে দশজন দরিদ্রকে অন্ন দিতেন, সাধারণের জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয় করিয়া পথঘাট নির্মাণ, বৃক্ষরোপণ, কূপ তড়াগ খনন প্রভৃতি করিতেন তাঁহারাই সমাজের নেতা বলিয়া গণ্য হইতেন—সমাজের সকল লোক স্বভাবতঃই তাঁহাদের নিকট মাথা নত করিতেন। আজ জোর করিয়া দলাদলি পাকাইয়া মিউনিসিপ্যালিটিতে ঢুকি, স্কুল কলেজের ম্যানেজিং কমিটীর মেম্বর হই, ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করি কিন্তু কেহ যদি বলে মিউনিসিপ্যালিটী অর্থাভাবে এই সৎকার্য করিতে পারিতেছে না—তোমার প্রচুর অর্থ আছে কিছু দাও, দরিদ্র স্কুলকে কিছু অর্থ সাহায্য কর—তোমরা ত মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনার, তোমরা ত স্কুল কমিটীর সভ্য—তবেই আমাদের চক্ষু চড়ক গাছ। আমরা উপদেষ্টার মস্তিষ্কবিকৃতি বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইয়া তাহাকে রাঁচি পাঠাইবার জন্য ব্যবস্থা করি। পক্ষান্তরে এই সকল সাধারণের প্রতিষ্ঠান হইতে যদি কিছু অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকে তবে তাহা লাভ করিতেও কুন্ঠিত হই না। দু এক স্থানে ধরা পড়িয়া রাজদ্বারে লাঞ্ছিত হইতেছি। কিন্তু নিদারুণ অর্থলোভে আজ লজ্জা নাই—আত্মমর্যাদাজ্ঞান নাই। এরূপ নৈতিক অবস্থা লইয়া উন্নতির, স্বাধীনতার, ভবিষ্যৎ সুখের আশা নাই। কিন্তু কেহই ভাবিতেছি না, কঃ পন্থাঃ?

রচনাকাল ঃ ১৩৩৮

॥ পশ্চিমবঙ্গ সরকার ॥

শিশুবিকাশ প্রকল্প আধিকারিকের করণ

রঘুনাথগঞ্জ-২ সুসংহত শিশুবিকাশ সেবা প্রকল্প

বাবুবাজার, পোঃ জঙ্গীপুর (মুর্শিদাবাদ)

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, রঘুনাথগঞ্জ-২ সুসংহত শিশুবিকাশ সেবা প্রকল্পের অঙ্গনওয়াড়ী সহায়িকা পদের জন্য মৌখিক পরীক্ষা আগামী ১লা জুলাই থেকে ৪ঠা জুলাই নিম্ন স্বাক্ষরকারীর অফিসে নেওয়া হইবে। ২৯শে জুনের মধ্যে মৌখিক পরীক্ষার ডাকপত্র প্রার্থীর বাড়ীতে না পেঁছাইলে প্রার্থীকে ৩০শে জুন উপযুক্ত প্রমাণসহ নিম্ন স্বাক্ষরকারীর কার্যালয়ে যোগাযোগ করিতে অনুরোধ করা হইতেছে।

স্বাক্ষর—*দীনবন্ধু সাহা*
শিশুবিকাশ প্রকল্প আধিকারিক
রঘুনাথগঞ্জ-২ সুসংহত শিশুবিকাশ সেবা প্রকল্প
বাবুবাজার, পোঃ জঙ্গীপুর (মুর্শিদাবাদ)

মেমো নং ১৯২/আই সি ডি এস/রঘুঃ-২ তাং ২২-৬-২০০০

এস টি ডি বুথ-এর জন্য এবং বাংলা-ইংরেজী টাইপ জানা একজন মহিলা আবশ্যক। কাজের সময় সকাল ১০টা—সন্ধ্যে ৫টা।

যোগাযোগের ঠিকানা ঃ—
সুমন দাস
C./O. হীরেন্দ্রনাথ দাস (ষষ্টিবাবু)
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে
ফাঁসিতলা, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ
ফোন নং ৬৬-৫১৫, এস টি ডি ০৩৪৮৩

বাড়ি বিক্রি

রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলায় সদর রাস্তার ধারে চার শতক জায়গার উপর একটি তেতলা বড় বাড়ি বিক্রি হবে। একতলায় পাঁচটি দোকানঘরসহ মোট ছয়টি ঘর, বাথরুম, পায়খানা, দোতলায় ছয়টি শয়নঘর, রান্নাঘর, বাথরুম, পায়খানা এবং তেতলায় একটি ঘর, বাথরুম, পায়খানা।

যোগাযোগের ঠিকানা—
অনুপ চক্রবর্তী
এসটিডি ঃ ০৩৩, ফোন নং ৫৫০৬৩৪১

কার্ডস ফেয়ার

এখানে সব রকমের কার্ড পাওয়া যায়।
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৬৬২২৮

বিজেপির একজন খুন (১ম পৃষ্ঠার পর)

অভিযোগও জমা দেয়। গত ২৩ জুন থেকে বীরেন্দ্রনগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পুলিশ ক্যাম্প বসেছে। খবর লেখা পর্যন্ত কোন অপরাধী গ্রেপ্তার হয়নি। অভিযুক্তরা গ্রামছাড়া বলে রঘুনাথগঞ্জ থানা ও বিজেপির অভিমত। অন্যদিকে রঘুনাথগঞ্জ থানা সূত্রে জানা যায় গত ১৪ মে রমাকান্তপুর বাগানপাড়ায় ছাগলে গাছ খাওয়াকে কেন্দ্র করে যে দু'জন --সুরেন মন্ডল ও কালু মন্ডল খুন হন সে ব্যাপারে পূর্বেই বাবলু মন্ডল গ্রেপ্তার হলেও বাকী আসামীরা গ্রামছাড়া ছিল। বর্তমানে ঐ খুনের ঘটনায় আরও দু'জন গ্রেপ্তার হয়েছে। এছাড়া গত ৫ জুন প্রকাশ্য দিবালোকে আইলেরউপরের পরেশ মন্ডল নিন্তা সাঁকোর উপর খুন হলেও কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। রঘুনাথগঞ্জ থানা গত ২৩ জুন অভিযুক্ত তিন ভাই বীরেন মন্ডল, দুর্যা মন্ডল ও অনাদি মন্ডলকে গ্রেপ্তার করেছে।

জেল খাটছে ধর্ষিতার স্বামী (১ম পৃষ্ঠার পর)

লতিকাকে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে। মদ্যপ জগন্নাথ স্ত্রীর শ্লীলতা-হানিতে বাধা না দিয়ে লতিকার চীৎকার বন্ধে তার মুখে কাপড় গুঁজে দেয়। ২৭ মার্চ রঘুনাথগঞ্জ থানায় অভিযোগ (কেস নং ৫৫/২০০০) আনলে পুলিশ ধর্ষণকারীকে বাদ রেখে লতিকার স্বামী জগন্নাথ মন্ডলকে গ্রেপ্তার করে। সে আজও জেল হাজতে। অন্যদিকে প্রকৃত অপরাধী চীনেশ মন্ডল গায়ে হাওয়া লাগিয়ে গ্রামে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। নবাগত ওসি এ ব্যাপারে কিছু করুন—এই আবেদন ধনপতনগর গ্রামের দুঃস্থ মানুষদের।

শিক্ষা সংসদে নির্বাচন হচ্ছে (১ম পৃষ্ঠার পর)

মাধ্যমে চেয়ারম্যান নির্বাচনের দাবী থাকলেও তা বাস্তবে কার্যকরী করা সম্ভব হয়নি। প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক/শিক্ষিকারা নিজ নিজ চক্রে ভোট দিতে পারবেন বলে জানা যায়। ভোটার লিষ্ট তৈরীর কাজও প্রায় শেষের দিকে। এখন অপেক্ষা শুধু নির্বাচনের। তাই প্রাথমিক শিক্ষক সংগঠনগুলি উঠে-পড়ে লেগেছে। কাউন্সিলের কর্মিরাও ব্যস্ত। এরই মধ্যে পরবর্তী শিক্ষক নিয়োগের প্রস্তুতিও চলছে পুরোদমে।

TENDER NOTICE

Sealed tenders are invited from experienced and bona-fide contractors to act as agent for carrying of food stuff from I. C. D. S. Project Godown to different Anganwadi Centres in Farakka Block and storing agent and suppliers for supplying of basic Equipment, Utencils & Food of Farakka I. C. D. S. Project for one year from the date of receipt by the Central Tender Committee.

Tender papers will be available from Farakka I.C.D.S. Project in any working days from 7th July to 11th July 2000 from 11 A. M. to 4 P. M.

Tender papers will be submitted to the undersigned on 20-7-2000 between 11-30 A.M. to 2 P.M. One tender will be opened on the same day at 3 P. M.

One tender committee has reserves the right to reject any tender without assigning any reason.

Child Development Project Officer
Farakka I. C. D. S. Project
Nabarun, Murshidabad

Memo No. 257 (2)/Inf./Msd. dt. 23-6-2000

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

মির্জাপুর নবভারত মিশনের লটারী খেলা অনিবার্য কারণে ৩রা জুলাই এর পরিবর্তে ১৫ই পৌষ (ইং ৩১/১২/২০০০) রবিবার অনুষ্ঠিত হবে।

প্রযত্নে—মির্জাপুর নবভারত মিশন

দুই কংগ্রেসীর সমর্থন নিয়ে (১ম পৃষ্ঠার পর)

নিজেদের লজ্জা ও ব্যর্থতাকে ঢাকতে—হয়তো মহিলা কমিশনাররা না বুঝে ভোট দিতে ভুল করেছেন বা পরে তদন্ত করে দেখব গোছের দায়সারা উত্তর দিয়েই মুখ লুকোতে হয়েছে হবিবুর ও অরুণকে। এ ব্যাপারে কিছু কংগ্রেসী বা বাম কমিশনার ২০নং ও ৪নং ওয়ার্ডের দুই কংগ্রেস কমিশনার যথাক্রমে প্রাক্তন কমিশনার বুদ্ধুর স্ত্রী গুলনেহার বিবি এবং সেখ লুৎফল হককে বিশ্বাসঘাতকতার কাঠগড়ায় দাঁড় করাচ্ছেন। আবার ১১নং ওয়ার্ডের প্রাক্তন কমিশনার ডালিম মির্জার স্ত্রী নাজেমা বিবির নামও উঠছে বোর্ড গঠনের ব্যাপারে বামফ্রন্টের ২৩ বছরের রাজত্বে প্রায় ১৯ বছর ধরে (আগামী ৫ বছর ধরে) পুরপতির মসনদ মজবুত করে নেয়া মৃগাঙ্ক স্বস্তির ও বিরোধীদের উদ্দেশ্যে তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলেন, জেলা বামফ্রন্ট নেতৃত্বের নির্দেশ মতোই বোর্ড গঠন হয়েছে। বেলডাঙ্গাতে আর এস পির চেয়ারম্যান হয়েছে। লালবাগে বোর্ড আমরা হারায়। সেখানে ফঃ ব্লকের কোন পদ পাওয়ার কথাই ওঠে না। জঙ্গিপুরে ফঃ ব্লক এবং আর এস পির আসন সমান সমান (২) হওয়ায় স্বভাবতই এখানে ফঃ ব্লক ভাইস চেয়ারম্যানের পদ পেয়েছে। ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন ফঃ ব্লকের মনীষা রুদ্র। বাম বোর্ডকে সমর্থনের পূর্বে ফঃ ব্লক যেসব শর্ত রেখেছিল—১৬ এবং ১৭ নং ওয়ার্ড ভবিষ্যতে ফঃ ব্লকের জন্য সংরক্ষিত থাকল কিনা, ভোটের পূর্বে বামফ্রন্ট ফঃ ব্লকের বিরুদ্ধে পথসভায় ও পত্র-পত্রিকায় যে সব অপপ্রচার করেছিল তা প্রত্যাহার, ১৬নং ওয়ার্ডে ঠিকাদার অলোক সাহার বেআইনী কাজের তদন্ত প্রভৃতির ব্যাপারে ফঃ ব্লকের দাবীকে গুরুত্ব না দিয়ে মৃগাঙ্কবাবু বলেন, এসবের খবর ফঃ ব্লকই বলতে পারবে। তাই এ ব্যাপারে কোন লিখিত বা মৌখিক প্রতিশ্রুতির প্রশ্নই ওঠে না। এছাড়া চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিলের পদ অপর ফঃ ব্লক কমিশনার দুলাল হালদারকে দেওয়া হবে কিনা সে ব্যাপারেও পরে আলোচনা হবে। বোর্ড গঠনে সিপিএমের শৈলেন মুখার্জী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সভাপতি নির্বাচিত হন চেয়ারম্যান পদে মৃগাঙ্কবাবুর বিরুদ্ধে কংগ্রেসের বিকাশ নন্দ প্রার্থী হন। গোপন ব্যালটে বিকাশ ১৩—৬ ভোটে হেরে যান। এস ইউ সি আই ভোট দানে বিরত থাকে। বামফ্রন্টের ১১ জন কমিশনার ছাড়াও কংগ্রেসের ৮জন কমিশনারের মধ্যে ২জন মৃগাঙ্কবাবুকে সমর্থন করেন। অভিজ্ঞ মহলের ধারণা গৌতম রুদ্রের উপর ভরসা রাখতে না পেরে বা ভবিষ্যতে ফঃ ব্লকের চাপের কাছে নতি স্বীকার না করতেই মৃগাঙ্ক দুই কংগ্রেসীকে তাঁদের জালে তুলে নেন। মৃগাঙ্কর মতে দুই কং কমিশনারের পুরসভার উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখতে আমাদের হাতকে আরও শক্ত করতে এগিয়ে আসা কোন অপরাধ নয়। আবার সমর্থনের ব্যাপারে ফঃ ব্লককে কোন রকম হেয় না করেই পুরপতি বলেন, ফঃ ব্লকের সমর্থন না পেলে আমরা বোর্ড করতেই পারতাম না। কারণ আগে তো জানতাম না বিরোধী ভোট আমরা পাবো। অন্যদিকে দুই বিশ্বাসঘাতক বাদে ৬ জন কংগ্রেসী কমিশনার স্বভাবতই নেতৃত্বের উপর চরম ক্ষুব্ধ। তাঁদের মতে ভোটারদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা দুই কমিশনারকে নেতৃত্ব চিহ্নিত করে দৃষ্টান্ত-মূলক শাস্তি না দিলে ভবিষ্যতে তাঁরা কংগ্রেস ত্যাগ করবেন কিনা চিন্তা করছেন। অন্যদিকে স্থানীয় বি জে পি ও তৃণমূল নেতৃত্ব ঘটনাটিকে স্বাভাবিক বলেই বর্ণনা করেন। তাঁদের মতে সিপিএমের 'বি' টিম মৃগাঙ্কর কেনা গোলাম কংগ্রেসীদের কার্যকলাপে মানুষ মোটেই বিস্মিত নয়।

দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ), পিন-৭৪২২২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।